# পেগাসাসে রায় দিতে পারে সুপ্রিম কোর্ট

**নয়াদিল্লি, ১৩ সেপ্টেম্বর :** জাতীয় নিরাপত্তার যুক্তিতে পেগাসাস সংক্রান্ত তথ্য প্রকাশে অনিচ্ছা রয়েছে নরেন্দ্র মোদি সরকারের। সোমবার সেই যুক্তির কথা শুনে কেন্দ্রকে তীব্র ভর্ৎসনা করল প্রধান বিচারপতি এনভি রামানার নেতৃত্বাধীন বেঞ্চ।

পেগাসাস বিতর্ক নিয়ে এত দিন পর্যন্ত মোদি সরকার জানিয়ে এসেছে, ইজরায়েল থেকে ফোনে আড়িপাতার স্পাইওয়্যার কেনার বিষয়ে কোনও তথ্য গোপন করা হবে না। কিন্তু সোমবার মামলার শুনানি চলাকালীন কেন্দ্রীয় সরকারের তরফে জানানো হয়, জাতীয় নিরাপত্তার কথা মাথায় রেখে এ নিয়ে বিস্তারিত হলফনামা দেওয়া সম্ভব হচ্ছে না। কেন্দ্রের তরফে সলিসিটার জেনারেল তুষার মেহতা বলেন, 'পুরো ব্যাপারটার সঙ্গে জাতীয় নিরাপত্তার প্রশ্ন জড়িত। তাই এ নিয়ে কোর্টে প্রকাশ্যে সওয়ালজবাব চলুক আমরা চাই না। আমরা চাই না কোন কাজে কী সফ্টওয়্যার ব্যবহার করা হচ্ছে, তা সন্ত্রাসবাদীরা জেনে যাক। তবে পেগাসাস নিয়ে তদন্ত করার জন্য একটি কমিটি গঠনের প্রতিশ্রুতি সরকার দিচ্ছে।' এই বিষয়ে বিরোধী পক্ষের বক্তব্য শোনার পর রায় মুলতুবি রাখে সুপ্রিম কোর্টের প্রধান বিচারপতির বেঞ্চ। আদালত যে অত্যন্ত ক্ষুব্ধ তা জানিয়ে দেয় শীর্ষ আদালত। প্রধান বিচারপতি এন ভি রামানা মেহতাকে সরাসরি বলেন, 'আমরা জাতীয় নিরাপত্তার বিষয়ে কিছু শুনতে চাই না। আমাদের নাগরিকরা বলছেন, তাঁদের ফোন ট্যাপ করা হয়েছিল। আপনার কি আর কিছু বলার আছে?' মেহতা 'না' বললে প্রধান বিচারপতি বলেন, 'আমরা আপাতত রায় মুলতুবি রাখছি।' এরপর তিনি মন্তব্য করেন, 'আমরা দেখছি কী রায় দেওয়া যায়।' আগামী দু-তিন দিনের মধ্যে পেগাসাস মামলায় অন্তর্বর্তী আদেশ ঘোষণা করা হবে বলে জানিয়েছে প্রধান বিচারপতির বেঞ্চ।

পেগাসাস কাণ্ডে বিরোধীদের প্রধান দাবি ছিল, মোদি সরকার ইজরায়েলি সংস্থা এনএসওর থেকে ফোনে আড়িপাতার জন্য পেগাসাস সফ্টওয়্যার কিনেছে কি না, তা প্রকাশ্যে জানাতে হবে। কেন্দ্র পেগাসাস নিয়ে সংসদে বিবৃতি দিলেও এই প্রশ্নের জবাব মেলেনি।

অগাস্ট মাসে শীর্ষ আদালত সুনির্দিষ্ট হলফনামা জমা দেওয়ার জন্য এক মাস সময় দেয় কেন্দ্রকে। কিন্তু সোমবার পেগাসাস নিয়ে হলফনামা দিতে অস্বীকার করে তুষার মেহতা বলেন, 'ব্যাপারটা জাতীয় নিরাপত্তার সঙ্গে জড়িত, তাই হলফনামা দিতে রাজি নয় কেন্দ্রীয় সরকার।'

সলিসিটর জেনারেলের বক্তব্যে দৃশ্যত ক্ষুব্ধ প্রধান বিচারপতি রামানা বলেন, 'আগের শুনানিতে আপনাকে হলফনামা জমা দিতে বলা হয়েছিল। কিন্তু আপনি হলফনামা জমা না দিয়ে একেবারে অন্য কথা বলছেন, যা আদৌ গ্রহণযোগ্য নয়। জাতীয় নিরাপত্তার ব্যাপারটা আদালত বোঝে। এ ক্ষেত্রে জাতীয় নিরাপত্তার যুক্তি খাড়া করা যাবে না। আমাদের নাগরিকরা বলছেন, তাঁদের ফোনে আড়ি পাতা হয়েছে। তাঁদের ব্যক্তিগত গোপনীয়তা লঙ্ঘিত হয়েছে। এটা গুরুতর বিষয়।'

দুই আবেদনকারীর তরফে আইনজীবী কপিল সিবাল বলেন, 'আমরা শুধু জানতে চাই, পেগাসাস ব্যবহার করা হয়েছিল কি না, আর তা সাধারণ মানুষকে নিশানা করে ব্যবহার করা হয়েছিল কি না। আমরা চাই না জাতীয় সুরক্ষা ব্যাহত হোক। কিন্তু নাগরিকের গোপনীয়তার সুরক্ষাও কোনওভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছে কি না, সেটাও জানা দরকার।'

> “
> জাতীয় নিরাপত্তার ব্যাপারটা আদালত বোঝে। নাগরিকরা বলছেন, তাঁদের ফোনে আড়ি পাতা হয়েছে। এটা গুরুতর বিষয়।
>
> –এন ভি রামানা *প্রধান বিচারপতি*

> “
> পুরো ব্যাপারটার সঙ্গে জাতীয় নিরাপত্তার প্রশ্ন জড়িত। তাই এ নিয়ে কোর্টে প্রকাশ্যে সওয়ালজবাব চলুক আমরা চাই না।
>
> –তুষার মেহতা *সলিসিটর জেনারেল*

## হু'র ছাড়পত্র পেতে পারে কোভ্যাকসিন

**নয়াদিল্লি, ১৩ সেপ্টেম্বর :** প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদির আমেরিকা সফরের আগে দেশের 'আত্মনির্ভর টিকা' ভারত বায়োটেকের তৈরি কোভ্যাকসিন বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থার ছাড়পত্র পেতে চলেছে। সেই অনুমোদন মিললে কোভ্যাকসিন টিকা রপ্তানি করতে পারবে ভারত বায়োটেক। একইসঙ্গে কোভ্যাকসিন প্রাপকদেরও বিদেশযাত্রা সহজ হয়ে যাবে।

আগামী ২৪ সেপ্টেম্বর আমেরিকায় যাওয়ার কথা মোদির। জো বাইডেন প্রেসিডেন্ট হওয়ার পর এটাই প্রথম তাঁর আমেরিকা সফর। তার আগে কোভ্যাকসিনের আন্তর্জাতিক ছাড়পত্র মিললে প্রধানমন্ত্রীর বিদেশ সফরে আর কোনও আপত্তি থাকার কথা নয়। প্রধানমন্ত্রী ভারত বায়োটেকের কোভ্যাকসিন টিকা নিয়েছিলেন। কিন্তু এই টিকা এতদিন হু-র শংসা না পাওয়ায় মোদির বিদেশ সফর নিয়ে সংশয় ছিল।

বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থার কাছ থেকে জরুরি ভিত্তিতে অনুমোদন পেতে দীর্ঘদিন ধরে চেষ্টা চালাচ্ছে ভারত বায়োটেক। গত জুলাইয়ে বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থার প্রধান বিজ্ঞানী সৌম্যা স্বামীনাথন ইঙ্গিত দেন, চার থেকে ছয় সপ্তাহের মধ্যে অনুমোদন পেতে পারে কোভ্যাকসিন। তিনি বলেছিলেন, অনুমোদন পেতে একটি নির্দিষ্ট প্রক্রিয়া মেনে চলতে হয়। সুরক্ষাজনিত তথ্য ছাড়াও পরীক্ষাপর্বের সমস্ত তথ্য পেশ করতে হয় সংস্থাগুলিকে। এমনকি অনুমোদন পেতে উৎপাদনের গুণমান সংক্রান্ত তথ্যও দিতে হয়। ইতিমধ্যে ভারত বায়োটেক প্রয়োজনীয় তথ্য দিতে শুরু করেছে। সেগুলি খতিয়ে দেখেই কোভ্যাকসিনকে ছাড়পত্র দিতে পারে হু। কিন্তু তারপরেও ছাড়পত্র পেতে বিলম্ব হওয়ায় তদ্বির শুরু করেন কেন্দ্রীয় স্বাস্থ্যমন্ত্রী মনসুখ মাণ্ডব্য। সৌম্যা স্বামীনাথনের সঙ্গে তাঁর দীর্ঘ বৈঠকের পর ছাড়পত্রের বাধা দূর হয় বলে খবর।

## প্রয়াত অস্কার ফার্নান্ডেজ

**বেঙ্গালুরু, ১৩ সেপ্টেম্বর :** প্রবীণ কংগ্রেস নেতা অস্কার ফার্নান্ডেজ সোমবার প্রয়াত হয়েছেন। মৃত্যুকালে তাঁর বয়স হয়েছিল ৮০ বছর। গত জুলাইয়ে মস্তিষ্কে আঘাত লাগার পর থেকে তিনি কর্ণাটকের মেঙ্গালুরুতে এক হাসপাতালে ভর্তি ছিলেন। রাজনৈতিক জীবন শুরু হয়েছিল সত্তরের গোড়ায়। সোনিয়া গান্ধির ঘনিষ্ঠ এই নেতা একসময় প্রয়াত প্রধানমন্ত্রী রাজীব গান্ধির সংসদীয় সচিব ছিলেন। ১৯৭৫ সালে উদুপু পুরসভার ভোটে জিতে প্রথমবার কাউন্সিলার হন। ১৯৮০ সালে কর্ণাটকের উদুপি কেন্দ্র থেকে প্রথমবার লোকসভায় নির্বাচিত হন অস্কার। ১৯৯৬ সাল পর্যন্ত টানা পাঁচবার একই কেন্দ্র থেকে সাংসদ নির্বাচিত হয়েছিলেন। এছাড়া একাধিকবার রাজ্যসভার সদস্য ছিলেন।

ইউপিএ-১ সরকারে কেন্দ্রীয় পরিবহণ, সড়ক, মহাসড়ক এবং শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রকের দায়িত্বে ছিলেন। কংগ্রেসের কেন্দ্রীয় নির্বাচন কমিটির চেয়ারম্যান এবং এআইসিসি'র সাধারণ সম্পাদক করা হয়েছিল তাঁকে। পশ্চিমবঙ্গ সহ বিভিন্ন রাজ্যের সাংগঠনিক দায়িত্ব পালন করেছেন। দু'বার কর্ণাটক প্রদেশ কংগ্রেসের সভাপতি হয়েছিলেন। দলে 'ক্রাইসিস ম্যানেজার'দের অন্যতম ছিলেন তিনি।

কংগ্রেস রাজনীতিতে গান্ধি পরিবারের ঘনিষ্ঠ ছিলেন অস্কার। সনিয়া গান্ধি কংগ্রেস সভানেত্রীর দায়িত্ব নেওয়ার পরে তাঁর ঘনিষ্ঠ নেতাদের বৃত্তে চলে এসেছিলেন। তাঁর মৃত্যুতে শোক প্রকাশ করেছেন কংগ্রেস নেতা রাহুল গান্ধি। টুইটারে রাহুল লিখেছেন, 'অস্কার ফার্নান্ডেজের মৃত্যু আমার কাছে ব্যক্তিগত ক্ষতি। তিনি আমার মতো অনেক কংগ্রেসির পরামর্শদাতা ও অভিভাবক ছিলেন। তাঁর অবদান কখনও ভোলার নয়।'

*নিম্নচাপের জেরে টানা বৃষ্টিতে ভাসছে পুরী। জলমগ্ন লোকনাথ মন্দির। সোমবার। –পিটিআই*

# তালিবানকে এখনই স্বীকৃতি নয় ভারতের

**নয়াদিল্লি ও ইসলামাবাদ, ১৩ সেপ্টেম্বর :** আফগানিস্তানে তালিবান শাসন প্রতিষ্ঠিত হতেই উজ্জীবিত কাশ্মীরি জঙ্গিরা। গোয়েন্দা সূত্রে পাক-আফগান প্রদেশগুলিতে লস্কর, হিজবুল ও জৈশের শিবির তৈরির কথা জানানো হয়েছে। আইএস, আল কায়দার মতো জঙ্গি সংগঠনও কাশ্মীরে সক্রিয় হওয়ার ইঙ্গিত দিয়েছে। আগামী দিনে আফগানিস্তানকে ঘাঁটি করে ভারতে নাশকতার চেষ্টা চালাতে পারে তারা।

রবিবার ভারত ও অস্ট্রেলিয়ার বিদেশ এবং প্রতিরক্ষামন্ত্রীদের বৈঠকে আফগানিস্তান নিয়ে বিস্তারিত আলোচনা হয়েছে। বিদেশমন্ত্রকের একটি সূত্র জানিয়েছে, আফগানিস্তানে তালিবানরা যে নিয়ন্ত্রক শক্তিতে পরিণত হয়েছে তা কার্যত স্বীকার করে নিয়েছে ভারত। তবে আপাতত তালিবানকে স্বীকৃতি দেওয়ার পক্ষে নয় সাউথ ব্লক। সন্ত্রাসবাদ, মানবাধিকার, নারী স্বাধীনতার মতো বিষয়ে তালিবান সরকারের মনোভাব যাচাই করে তবে স্বীকৃতির বিষয়ে চিন্তাভাবনার পক্ষপাতী কেন্দ্র।

পাকিস্তানের মদত ছাড়া জঙ্গিদের পক্ষে ভারতে হামলা চালানো কার্যত অসম্ভব, সে ব্যাপারে একমত প্রতিরক্ষা বিশেষজ্ঞরা। এই পরিস্থিতিতে ভারতের বিরুদ্ধে পালটা সন্ত্রাসবাদে মদত দেওয়ার অভিযোগ তুলেছে পাকিস্তান। সে দেশের বিদেশমন্ত্রী শাহ মেহমুদ কুরেশির দাবি, কাশ্মীরের 'স্বাধীনতা আন্দোলন'কে কলুষিত করতে ভারত ইসলামিক স্টেট (আইএস)-কে মদত দিচ্ছে।

অতীতে একাধিকবার ভারতের বিরুদ্ধে সন্ত্রাসে মদত দেওয়ার অভিযোগ করেছে পাকিস্তান। আন্তর্জাতিক মহলে সেই অভিযোগ গুরুত্ব পায়নি। তবে এবার যেভাবে পাকিস্তানের তরফে আইএসকে ভারতীয় মদতের অভিযোগ আনা হয়েছে, তা যথেষ্ট তাৎপর্যপূর্ণ বলে মত কূটনীতিকদের। তাঁদের মতে, আফগানিস্তানে পটপরিবর্তনের ফলে পাকিস্তানের ভূ-রাজনৈতিক সুবিধা হলেও এর জেরে জঙ্গিদের সক্রিয়তা বৃদ্ধির সম্ভাবনা প্রবল হয়েছে। আগামী দিনে কোনও বড় নাশকতার ঘটনা ঘটলে তার দায় পাকিস্তানকে নিতে হবে। সেক্ষেত্রে তাদের এফএটিএফের কালো তালিকায় যাওয়ার সম্ভাবনা উড়িয়ে দেওয়া যাচ্ছে না। তাই ভারতের বিরুদ্ধে আইএসকে মদতের অভিযোগ এনে পাকিস্তান আগে থেকেই পিঠ বাঁচাতে চাইছে।

রবিবার এক সাংবাদিক সম্মেলনে কুরেশি বলেন, 'ভারতের গুলমার্গ, রায়পুর, যোধপুর, চাকরাতা, অনুপগড় ও বিকানীরে আইএস জঙ্গিরা শিবির তৈরি করেছে।' তাঁর দাবিকে সমর্থন করেছেন পাকিস্তানের জাতীয় নিরাপত্তা উপদেষ্টা মইদ ইউসুফ ও মানবাধিকারমন্ত্রী শিরিন মাজারি। পাক বিদেশমন্ত্রকের মুখপাত্র আসিম ইফতিকার বলেন, 'আফগানিস্তানে তালিবান শাসন প্রতিষ্ঠিত হওয়ায় গোটা উপমহাদেশে জঙ্গি কার্যকলাপ বাড়বে বলে যে প্রচার চলছে, ভারত তাকে বাস্তব রূপ দিতে চাইছে।' ভারত অবশ্য পাকিস্তানের অভিযোগকে গুরুত্ব দিচ্ছে না। তবে আফগানিস্তানের ঘটনাক্রম যে দিল্লিকে উদ্বেগে রেখেছে, তা একপ্রকার স্পষ্ট হয়ে গিয়েছে।

*প্রায় এক মাস পরে কাবুল বিমানবন্দরে শুরু হল বাণিজ্যিক বিমান চলাচল।*

# বিজ্ঞাপন বিতর্কে আরটিআই তৃণমূলের

**প্রসেনজিৎ দাশগুপ্ত**

**নয়াদিল্লি, ১৩ সেপ্টেম্বর :** উন্নয়নের খতিয়ান দিতে গিয়ে বাংলার উন্নয়নের ছবি ব্যবহার করে মুখ পুড়িয়েছে যোগী সরকার। সেই 'চৌর্যবৃত্তি'র বিরুদ্ধে সোমবার সাঁড়াশি আক্রমণ শানাল তৃণমূল কংগ্রেস। এদিন তৃণমূল কংগ্রেসের জাতীয় মুখপাত্র ও আরটিআই বিশেষজ্ঞ সাকেত গোখলে উত্তরপ্রদেশ সরকারের কাছে একটি আরটিআই দায়ের করে বিতর্কিত বিজ্ঞাপনটি নিয়ে কৈফিয়ত দাবি করেছেন।

সাকেত আরটিআই-এর সূত্রে জানতে চেয়েছেন যে, বিজ্ঞাপনটির দায়িত্বে কারা ছিলেন? এই বিজ্ঞাপন তৈরি করতে কত টাকা খরচ হয়েছে? যদি সংশ্লিষ্ট বিজ্ঞাপনটি ভুয়ো হয় তাহলে উত্তরপ্রদেশ সরকার বা ইন্ডিয়ান এক্সপ্রেস কার দ্বারা তৈরি করা হয়েছে? বিজ্ঞাপনটিতে মঞ্জুরি দিয়েছেন কে? যদি ইন্ডিয়ান এক্সপ্রেসের সঙ্গে এ বিষয়ে সরকার চুক্তিবদ্ধ হয়ে থাকে, তবে তার কপি কোথায়? বিজ্ঞাপনটি প্রকাশ করতে কে কে চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত নিয়েছেন ইত্যাদি। সাকেত টুইটে কটাক্ষ করে বলেন, অজয় বিষ্টের (যোগী আদিত্যনাথের পূর্বাশ্রমের নাম) দল দ্বারা সংবাদমাধ্যমকে আক্রমণ করা হলে আমাদের সেক্ষেত্রে রুখে দাঁড়াতে হবে।

শুধু সাকেতই নয়, তৃণমূল কংগ্রেসের রাজ্যসভা সাংসদ ডেরেক ও'ব্রায়েন টুইট করে পশ্চিমবঙ্গ ও উত্তরপ্রদেশের উন্নয়নের পরিকাঠামো বিষয়ক সমীক্ষা তুলে দেন। সেখানে দেখা যায়, ২০১৮-২০১৯ সালে গ্রামীণ রাস্তা নির্মাণে বাংলা যেখানে ৫১১১ কিমি নির্মাণ করেছে, উত্তরপ্রদেশ করেছে মাত্র ১৬৮৮ কিমি। রাজ্য তাতে খরচ করেছে ২০৫৮ কোটি, যোগী রাজ্যে খরচের হার মাত্র ৯৫৯ কোটি। এছাড়া দুর্নীতির প্রসঙ্গেও যোগী রাজ্য (৩.২ শতাংশ) অনেকটাই পিছিয়ে রয়েছে পশ্চিমবঙ্গ (০.২ শতাংশ)। অপরাধমূলক পরিসংখ্যানেও যোগী রাজ্যের (২৫.৫ শতাংশ) তুলনায় অনেকটা পিছিয়ে বাংলা (০.৩ শতাংশ)। কিন্তু উন্নয়নের বিভিন্ন মাপকাঠি, যথা শিক্ষা, স্বাস্থ্য, শিল্পসংস্কৃতি ও গ্রামীণ রোজগার প্রকল্পে উত্তরপ্রদেশের থেকে বহুগুণ এগিয়ে রাজ্য। ডেরেকের দাবি, ভুয়ো ছবি ছাপিয়ে উন্নয়ন হয় না। উন্নয়ন হয় উন্নয়নের পরিমাপেই যা একমাত্র মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় করে দেখিয়েছেন।

### তৃণমূলের প্রশ্ন

- বিজ্ঞাপনটির দায়িত্বে কারা ছিলেন
- বিজ্ঞাপন তৈরি করতে কত টাকা খরচ হয়েছে
- বিজ্ঞাপনটিতে মঞ্জুরি দিয়েছেন কে
- বিজ্ঞাপনটি প্রকাশ করতে কে কে চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত নিয়েছেন

## রাজ্যকে ভর্ৎসনা দিল্লি হাইকোর্টের

**বিশেষ সংবাদদাতা, নয়াদিল্লি, ১৩ সেপ্টেম্বর :** রাজ্যের এক মহিলা আইএএস অফিসারকে তাঁর স্বামীর কাছে বদলি না করানোর অভিযোগে দিল্লি হাইকোর্টে ভর্ৎসনার মুখে পড়ল পশ্চিমবঙ্গ সরকার। আইএএস অফিসারের বদলি নিয়ে সেন্ট্রাল অ্যাডমিনিস্ট্রেটিভ ট্রাইব্যুনাল (সিএটি) এর বিরুদ্ধে আনা রাজ্য সরকারের মামলা খারিজ করল হাইকোর্ট।

বিচারপতি রাজীব শকধীর ও বিচারপতি তলওয়ন্ত সিং-র বেঞ্চ জানায়, এভাবে কোনও অফিসারকে তাঁর ইচ্ছার বিরুদ্ধে আটকে রাখতে পারে না রাজ্য। এটা আইনবহির্ভূত। রাজ্যে আইএএস অফিসারদের ঘাটতি, প্রশাসনিক কাজকর্মে অসুবিধা সহ নানা প্রতিকূল পরিস্থিতি অনুধাবন করেও রাজ্যের রিট পিটিশনকে সমর্থন করা যায় না। কোন যুক্তিতে এহেন অনৈতিক সিদ্ধান্ত নিল রাজ্য সরকার তা জানতে চায় হাইকোর্ট। পাশাপাশি ট্রাইবুনালকে এই মর্মে দ্রুত আরেকটি অর্ডার জারি করারও নির্দেশ দেয় হাইকোর্ট।

## টিকাতেই ভরসা নির্মলার

**নয়াদিল্লি, ১৩ সেপ্টেম্বর :** সারা দেশে প্রায় ৭৫ কোটি কোভিড টিকার ডোজ দেওয়া হয়েছে। এই পরিস্থিতিতে কেন্দ্রীয় অর্থমন্ত্রী নির্মলা সীতারামন বলেন, অর্থনীতিকে চাঙ্গা করতে টিকাকরণের কোনও বিকল্প নেই। দেশের টিকাকরণ কর্মসূচিকে অব্যাহত রাখাই এখন প্রথম কর্তব্য। তাঁর মতে, যত বেশি মানুষ টিকা নেবেন, তত বেশি অর্থনৈতিক কাজকর্মের গতি বাড়বে। দ্রুতগতিতে টিকা দেওয়া হচ্ছে বলেই প্রতিদিন আরও বেশি সংখ্যক মানুষ কাজকর্মে আত্মনিয়োগ করতে পারছেন। অর্থনীতির হাল ফিরছে। রবিবার তামিলনাড়ুর তুতিকোরিনে তামিনলাড়ু মার্কেন্টাইল ব্যাংকের বর্ষপূর্তি অনুষ্ঠানে অর্থমন্ত্রী বলেন, দেশের অর্থনীতির হাল ফেরাতে করোনা টিকাকরণের ওপর বিশেষভাবে জোর দিচ্ছে কেন্দ্র। টিকাকরণ সম্পূর্ণ হলে ব্যবসা-বাণিজ্য ও উৎপাদন প্রক্রিয়া স্বাভাবিক অবস্থায় ফিরতে পারবে।

# প্রিয়াংকাতেই আস্থা কংগ্রেসের

**লখনউ, ১৩ সেপ্টেম্বর :** গত লোকসভা ও একের পর এক বিধানসভা উপনির্বাচনে তাঁর নেতৃত্বে মুখ থুবড়ে পড়েছে কংগ্রেস। তবুও উত্তরপ্রদেশের আসন্ন বিধানসভা নির্বাচনে প্রিয়াংকা গান্ধির ওপরেই বাজি ধরেছে কংগ্রেস। প্রাক নির্বাচনি জনমত সমীক্ষায় ইঙ্গিত, যোগী আদিত্যনাথের বিজেপি ফের রাজ্যে ক্ষমতায় ফিরতে চলেছে। সই পূর্বাভাস উড়িয়ে উত্তরপ্রদেশে ক্ষমতা দখলের লড়াইয়ে থাকার কথা জানিয়েছেন বর্ষীয়ান কংগ্রেস নেতা সলমন খুরশিদ। সোমবার তিনি জানান, আসন্ন বিধানসভা ভোটে একা লড়াই করবে কংগ্রেস। দলকে নেতৃত্ব দেবেন প্রিয়াংকা গান্ধি। তাঁর নির্দেশে সাংগঠিক প্রস্তুতি ও ইস্তাহার তৈরি হচ্ছে।

৫ দিনের রাজ্য সফর সেরে এদিন দিল্লি ফিরে যান প্রিয়াংকা। কংগ্রেস সূত্রে খবর, কয়েকদিনের মধ্যে ফের উত্তরপ্রদেশে আসবেন তিনি। দিল্লি যাওয়ার আগে প্রদেশ নেতাদের মধ্যে নির্বাচনি দায়িত্ব ভাগ করে দিয়েছেন প্রিয়াংকা। ইস্তাহার তৈরির দায়িত্বে রয়েছেন খুরশিদ। তিনি জানান, বিশেষজ্ঞদের বদলে এবার সব স্তরের মানুষের মতামতের ভিত্তিতে কংগ্রেসের ইস্তাহার তৈরি করা হচ্ছে। গ্রামে গিয়ে কর্মীরা মানুষের সমস্যার কথা শুনছেন। সেই সমস্যা সমাধানের রূপরেখা হবে এই ইস্তাহার।

সূত্রের খবর, রাজ্যের ৪০৩টি আসনে প্রার্থীদের নাম চূড়ান্ত করতে বৈঠক করেন কংগ্রেস নেত্রী। রবিবার সোনিয়া গান্ধির কেন্দ্র রায়বেরেলিতে যান প্রিয়াংকা। সেখানকার ৫টি বিধানসভা আসনের দায়িত্বপ্রাপ্ত কংগ্রেস নেতাদের সঙ্গে কথা বলেন।

উত্তরপ্রদেশে প্রিয়াংকা দলকে নেতৃত্ব দিলেও তাঁকে মুখ্যমন্ত্রী পদপ্রার্থী করা হবে কিনা তা নিয়ে ধোঁয়াশা রয়ে গিয়েছে। কংগ্রেস নেতারাও এই নিয়ে মন্তব্য করতে চাননি। সংগঠনে অন্দরে প্রিয়াংকার গ্রহণযোগ্যতা প্রশ্নাতীত হলেও কংগ্রেসের আসন সংখ্যায় তিনি কতটা প্রভাব ফেলতে পারবেন সেই প্রশ্ন রয়েই গিয়েছে।

# পোশাকে হাত নয়, ফতোয়ায় প্রতিবাদী আফগান মহিলারা

*এভাবেই রঙিন পোশাকে প্রতিবাদে আফগান মহিলারা।*

**কাবুল, ১৩ সেপ্টেম্বর :** মেয়েদের আব্রু রাখার জন্য পরিশীলিত পোশাকই যথেষ্ট। সেইজন্য বোরখা পরার প্রয়োজন নেই। মুখ অনাবৃত রেখেও শালীনতা রাখা যায়, তালিবান সরকারকে সেটা বোঝাতে সুন্দর সব রঙিন পোশাকে নিজেদের সাজিয়ে ছবি তুলে সোশ্যাল মিডিয়ায় পোস্ট করলেন আফগান মহিলারা।

তালিবানি ফতোয়া মানতে রাজি নন সাহসিনী আফগান মহিলারা। তাঁরা চাইছেন না তাঁদের পোশাকে হস্তক্ষেপ করুক তালিবান। নিজেদের অধিকার বুঝে নিতে মরিয়া আফগান তরুণীরা কিছুদিন আগে প্রতিবাদ মিছিল করেছিলেন কাবুলের পাশাপাশি অন্য শহরেও। বন্দুকের নলকে তুচ্ছ করে তাঁরা মিছিল করেছিলেন। আফগানিস্তানের এই অকুতোভয় প্রজন্ম শিক্ষা, চাকরি সবেতেই সমানাধিকারের দাবিদার। সাহসকে সঙ্গী করে আপাদমস্তক সুন্দর পোশাকে সজ্জিত মেয়েরা ছবির পোস্টে হ্যাশট্যাগে তালিবানের উদ্দেশে সতর্কবার্তা লিখেছেন— #doNotTouchMyclothes অর্থাৎ 'আমার পোশাকে হাত দিও না।'

ছবিতে কিশোরী, তরুণী ও মহিলাদের পাশাপাশি শিশুদেরও উৎফুল্ল মুখে দেখা গিয়েছে। বাহারী রঙ মিলেমিশে প্রাণবন্ত নারীদের দেখে মনে হচ্ছে তাদের সামনে নতজানু হয়েছে তালিবানের ফতোয়া। কালো পোশাকে সর্বাঙ্গ আবরণ করে চলতে তাঁরা রাজি নন। এ যেন কট্টরপন্থী তালিবানদের সামনে এক নতুন চ্যালেঞ্জ।

## দোষ কবুল অভিযুক্তের

**মুম্বই, ১৩ সেপ্টেম্বর :** মুম্বই নির্ভয়াকাণ্ডের অভিযুক্ত দোষ স্বীকার করেছে বলে সোমবার জানালেন বাণিজ্যনগরীর পুলিশ কমিশনার হেমন্ত নাগরালে। মহিলার গোপনাঙ্গে রড ঢুকিয়ে অমানুষিক অত্যাচার করা হয়েছিল। সেই রডটি উদ্ধার হয়েছে। সিসিটিভির ফুটেজ সহ প্রচুর প্রমাণও সংগ্রহ করেছে মুম্বই পুলিশ।

**মুম্বই ধর্ষণ**

পুলিশ কমিশনার জানিয়েছেন, ১৫ দিনের মধ্যে তদন্ত শেষ করা হবে। চার্জশিট পেশ হবে ৩০ দিনের মধ্যে। মুখ্যমন্ত্রী উদ্ধব ঠাকরে বিষয়টি নিয়ে এদিন বৈঠক করেছেন মহারাষ্ট্রের মুখ্যসচিব, অতিরিক্ত মুখ্যসচিব, ডিজিপি সহ পদস্থ প্রশাসনিক কর্তাদের সঙ্গে। এই মামলায় সরকার পক্ষের অ্যাডভোকেট নিযুক্ত হয়েছেন অপরাধ বিষয়ক বিখ্যাত আইনজীবী রাজা ঠাকরে।

এমন একটি কলঙ্কিত ঘটনা মহারাষ্ট্রের সংস্কৃতিতে কালো দাগ হিসেবে থেকে যাবে এবং এই বিষয়ে মানুষের ক্ষোভও যুক্তিযুক্ত বলেই মনে করে শিবসেনা। কিন্তু তারপরও শিবসেনার মুখপত্র 'সামনা'-র সম্পাদকীয়তে মুম্বইকে মহিলাদের জন্য বিশ্বের 'সর্বাপেক্ষা নিরাপদ শহর' বলে উল্লেখ করা হয়েছে।

## নতুন নামে ফিরছে জেট

**নয়াদিল্লি, ১৩ সেপ্টেম্বর :** দীর্ঘদিন বন্ধ থাকার পর ফের বিমান পরিষেবা শুরু করতে চলেছে জেট এয়ারওয়েজ। সংস্থার নতুন নামকরণ হয়েছে জেট এয়ারওয়েজ ২.০। জেটের সদরদপ্তরও মুম্বই থেকে দিল্লিতে সরিয়ে আনা হচ্ছে। সংস্থার নতুন পরিচালক জালাল কালরক কানসার্টিয়াম জানিয়েছে, ২০২২-এর শুরুর দিকে জেটের অন্তর্দেশীয় উড়ান পরিষেবা আরম্ভ হবে। প্রথম বিমানটি দিল্লি থেকে মুম্বই যাবে। উড়ানের অনুমতি পেতে সংস্থার তরফে এয়ার অপারেটর সার্টিফিকেট (এওসি)-এর জন্য আবেদন জানানো হয়েছে। এছাড়া উড়ানের সময়সূচি নির্ধারণ, বিমান রক্ষণাবেক্ষণের পরিকাঠামো তৈরি নিয়ে বিভিন্ন বিমানবন্দর কর্তৃপক্ষের সঙ্গে জেটের প্রতিনিধিদের আলোচনা চলছে।

# করোনা বিদায়ে সময় লাগবে, বলছেন বিশেষজ্ঞরা

**নয়াদিল্লি, ১৩ সেপ্টেম্বর :** সংক্রমণ কমছে। গত কয়েকদিন ধরেই সারা দেশে দৈনিক সংক্রমণ ৩০ হাজারের নীচে ঘোরাফেরা করছে। কমছে সক্রিয় রোগীর সংখ্যাও। কিন্তু কবে পুরোপুরি চলে যাবে করোনা ভাইরাস? বর্তমানে সংক্রমণের গতিপ্রকৃতি দেখে কারও মনে হতে পারে যে, করোনা হয়তো আগামী তিন থেকে ছয় মাসের মধ্যে বিদায় নেবে। তবে ততটা আশার কথা শোনাতে পারছেন না বিশেষজ্ঞরা। তাঁদের সম্মিলিত ধারণা, করোনার বিপদ পুরোপুরি কেটে যেতে এখনও বেশ সময় লাগবে।

বিশেষজ্ঞদের বক্তব্য, বিশ্বের মোট জনসংখ্যার ৯৫-৯০ শতাংশের মধ্যে সংক্রমণ অথবা টিকাকরণের মাধ্যমে অনাক্রম্যতা তৈরি না হওয়া পর্যন্ত করোনার প্রকোপ চলতে থাকবে। তাঁদের অভিমত, করোনার ভিন্ন প্রজাতির মাধ্যমে সংক্রমণ সকলের মধ্যে ছড়াবে। যতদিন না জনসমষ্টির সিংহভাগের মধ্যে করোনা ছড়াতে পারছে ততদিন মাঝেমধ্যেই সংক্রমণ বাড়বে, কমবে। করোনা সংক্রমণের সেই পর্বটিই বিশ্বজুড়ে চলছে বলে মনে করেন মার্কিন প্রেসিডেন্ট জো বাইডেনের উপদেষ্টা মাইকেল ওস্টারহোম।

তাঁর মতে, 'এই পর্বটা চলতে চলতে এ বছর শরৎ ও শীতের মধ্যেই আমরা আরও একটা ঢেউ দেখতে পাব। এটা কেটে গেলে সংক্রমণ কমে আসবে।' ওস্টারহোম বলেন, শিশুরা তো বটেই, প্রাপ্তবয়স্কদের একটা বড় অংশকে এখনও টিকা দেওয়া যায়নি। ফলে স্কুল, কর্মক্ষেত্র এবং পরিবহণের মাধ্যমে সংক্রমণ ছড়ানোর সমূহ সম্ভাবনা রয়েছে। এই অবস্থায় সদ্যোজাত শিশুরা সংক্রামিত হলে বিস্ময়ের কিছু নেই। একমাত্র ডেনমার্ক ও সিঙ্গাপুরের মতো হাতে গোনা কয়েকটি জায়গায় করোনা ভাইরাসের সংক্রমণ স্থায়ীভাবে নিয়ন্ত্রিত বা স্তিমিত হয়েছে বলে মনে করা হচ্ছে।

ভারতে এখনও পর্যন্ত টিকার ডোজ দেওয়া হয়েছে ৭৪ কোটি ৩৮ লক্ষ ৩৭ হাজার ৬৪৩টি। দেশে মোট সংক্রামিতের সংখ্যা ৩ কোটি ৩২ লক্ষ ৬৪ হাজার ১৭৫।

> “
> প্রাপ্তবয়স্কদের একটা বড় অংশকে এখনও টিকা দেওয়া যায়নি। ফলে স্কুল, কর্মক্ষেত্র এবং পরিবহণের মাধ্যমে সংক্রমণ ছড়ানোর সমূহ সম্ভাবনা রয়েছে।
>
> –মাইকেল ওস্টারহোম
> *জো বাইডেনের উপদেষ্টা*

## বেঁচে আছেন বরাদর

**কাবুল, ১৩ সেপ্টেম্বর :** তালিবান উপপ্রধানমন্ত্রী আবদুল গনি বরাদরের গোষ্ঠীদ্বন্দ্বে মৃত্যু হয়েছে বলে সোশ্যাল মিডিয়ায় খবর রটেছিল। কিন্তু তা যে নেহাৎই গুজব, তা বোঝাতে সোমবার একটি অডিও ছাড়ল তালিবান। তাতে বলা হয়েছে বরাদর বেঁচে আছেন ও ভালো আছেন। অডিও বার্তায় বরাদর বলেছেন, 'আমার মৃত্যু নিয়ে ভুয়ো খবর ছড়ানো হয়েছে। গত কয়েকদিন বাইরে আছি। আমরা সবাই সুরক্ষিত আছি।' সোশ্যাল মিডিয়ার খবরকে কেন্দ্র করে জল্পনা মূলত ছড়িয়েছিল ভারতে। বলা হয়েছিল, প্রেসিডেন্টের প্রাসাদে বিবদমান গোষ্ঠী সংঘর্ষে মারাত্মকভাবে আহত হয়েছেন বরাদর। তিনি এও জানিয়েছেন, সংবাদমাধ্যম সবসময় ভুয়ো খবর ছড়ায়।

**জানাল অডিও বার্তা**